সম্পাদকীয় কলম

শুভাঞ্জন কায়েত, সম্পাদক, চিন্তক

এই সংখ্যাটি আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও শিক্ষিকা বৃন্দের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির এক অনন্য প্রকাশ। কেউ লিখেছে নিঃসঙ্গতার কথা, কেউ প্রতিবাদ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কেউবা আবার রঙ তুলির মতো সাজিয়েছে ভালোবাসা, স্বপ্ন আর যন্ত্রণার ছবি।

অর্পণ বসুর **A New Beginning** কবিতায় রয়েছে এক নবজীবনের ডাক —

"Let it be a new beginning for life, / new colours in its palette of black and grey."

জীবনকে নতুন করে দেখার এক আশাবাদী চেতনা।

সৌমিক দাস তার ***Imperfection*** কবিতায় লিখেছে —

"Her grace completes his imperfection."

ত্রুটির মাঝেও ভালবাসা কিভাবে মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে, সেটিই যেন তার মূল সুর।

অরণ্য মল্লিক আঘাত কবিতায় স্পষ্ট করে তুলেছেন সমাজের স্বার্থপর মুখ —

" কিছু মানুষ আছে, / অন্যের দুঃখ দেখলে তাঁরা / ঢোল বাজিয়ে নাচে। "

তাঁর আরেকটি কবিতা নার্স এ তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জীবনের অতন্দ্র প্রহরীদের—

" সেবার মহান ব্রত নিয়ে। "

বিধান কবি তাঁর একলা মানুষ কবিতায় একাকীত্বে প্রকৃতির সান্ত্বনার কথা বলেছেন —

" সবুজ ক্ষেতের মাঝে... বাঁচার আশা সাজে। "

স্মিতা কর্মকার তাঁর কবিতা অদৃশ্য এ লিখেছেন —

"পুড়ছে মনুষ্যত্ব, ছারখার হয়ে যাচ্ছে, / আমরা দেখেও দেখছি না।"

এ যেন আমাদের বিবেকের কানে ধ্বনিত হওয়া এক সতর্কবার্তা।

মায়া মুখার্জীর মেয়েটা গল্পটি এক সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তোলার গল্প;

একটা মুহূর্তে ভালবাসা, সংগ্রাম আর আনন্দ একসাথে মিশে যায়।

সৈকত দত্ত তাঁর বাস্তববাদী লেখায় মনে করিয়ে দেন —

"বারবার আঘাত দিলে তো পাহাড়ও ভেঙে যায়।"

ভাঙনের ব্যথা বোঝাতে এ যেন নিঃশব্দ চিৎকার।

পিন্টু মণ্ডল ভারতীয় সেনাবাহিনী কবিতায় লেখেন —

" একটি শিশু অধীর আগ্রহে, তার বাবার জন্য অপেক্ষা করছে।"

এই পংক্তিতে ফুটে ওঠে ত্যাগ আর ভালোবাসার এক অনন্য গল্প।

🖉 চিন্তক শুধুই সৃষ্টিশীল লেখার সমষ্টি নয়; এটি হৃদয়ের স্পর্শ, বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি এবং একগুচ্ছ অল্প বয়সী লেখকের সাহসী কণ্ঠস্বর। চলুন, আমরা তাদের কথাগুলো শুনি, উপলব্ধি করি এবং আগামীদিনে আরও অনেক ভাবনাকে ভাষা দেওয়ার সুযোগ করে দিই।

A NEW BEGINNING

~ Arpan Basu

Lemme get rid of the stained past,
lemme truly live the today.
Let it be a new beginning for life,
new colours in its palette of black and grey.

Let just get rid of all the worries,
all the sufferings, all the pain.
Why not live like there's no tomorrow,
forgetting what to lose, what to gain.

Let the society call me careless,
a hollow without destination.
Little do they know the calling of unbound heart,
it's not some unconscious procrastination.

Perhaps this sudden change is necessary,
to be yourself, be who really you are.
Perhaps the heart is taking over the brain,
bringing life closer, sufferings far.

আঘাত

- অরণ্য মল্লিক

পিছন থেকে আঘাত করে
কিছু মানুষ আছে,
অন্যের দুঃখ দেখলে তাঁরা
ঢোল বাজিয়ে নাচে!
কাটা ঘায়ে লঙ্কার ছিটা
দিতে পারলে খুশি,
সৎ মানুষকে ফাঁকে ফেলে
বানায় তারা দোষী।
এই চলছে বর্তমান কাল
শান্তি নেই দেশে,
খারাপ লোকে সাধু সাজে
চলে মুচকি হেসে।
উচিৎ বললে রেগে আসে
দেখায় খুব ঝাঁঝ,
তাদের জন্য সোনার বাংলা
ভালো নেই আজ।

: নার্স:

–অরণ্য মল্লিক

সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে
সব বিরক্তিকে পাশ কাটিয়ে
দিবা-নিশি জেগে থাক হাসপাতালে
রোগীর সুস্থতাকে প্রাধান্য দিয়ে
সেবার মহান ব্রত নিয়ে।

বর্ষার গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি
কিংবা শীতের হিমেল হাওয়া
উপেক্ষা করে তুমি থাক সর্বদা
দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে
সেবার মহান ব্রত নিয়ে।

পেশাগত দায়িত্বের প্রয়োজনে
কখনো বা নিখাদ ভালোবাসার আহ্বানে
অসহায় অসুস্থ রোগীর পাশে থাক
হাসি মুখে সদা আপন-জন হয়ে সেবার,
মহান ব্রত নিয়ে।

রোগীর শুভাকাঙ্খী

-অরূপ পাত্র

হাজার মানুষের ভিড়ে
পড়েছে তোমাকে মনে
তাই তো এসেছি
তোমারি কাছেতে
সুস্থভাবে জীবন কাটাতে।।
চির নিদ্রায় শত দেশবাসী
অচেনায় ভিড়ে দিয়েছে যে পাড়ি।
তবে জানি, আশা বেঁধে আছি
একদিন আসবে আলো ঠিকই
ঘোচাতে এই মহামারী।

তন্দ্রা ভুলেছে কত শুভাকাঙ্খী
বাঁচাতে মোদের প্রান।
নিয়েছে জীবন নিজের হাতে তুলে
গ্রাস করিতে এ অন্ধকার।
লড়বে যুদ্ধ একজোটি হয়ে
ভরসা রেখো হে জনগন
মরণ একদিন আসবে ঠিকই।
তবুও ভেঙোনা তোমরা বল।

ভারতীয় সেনাবাহিনী

-পিন্টু মণ্ডল

এখন একজন সৈনিকের মা হয়তো প্রার্থনা করছেন,

যেন তার সন্তান সুরক্ষায় থাকে ।

একটি শিশু অধীর আগ্রহে, তার বাবার জন্য অপেক্ষা করছে,

একজন স্ত্রী হয়তো চোখের জল ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন

স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও উদ্বেগের কারণে ।।

প্রতিটি ভারতীয় সাহসী সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে

আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই,

সীমান্তরক্ষার জন্য ।

আমরা ভারতবাসী, তাই আমরা গর্বিত ।

অদৃশ্য

—হৃষিতা কর্মকার

কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে আকাশ,
কংক্রিট আর ভালোবাসায় তৈরি বাড়ি গুলোর ভেতর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী
দম বন্ধ পরিবেশ,
কিন্তু আগুন কই? কি পুড়ছে?
খিদের জ্বালায় পেট ;
কারুর ফ্ল্যাট কারুর গাড়ি,
কোথাও সংবাদপত্র ,কোথাও আবার বই
কোথাও একটা গোটা বস্তি
(স্রেফ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে)
আবেগ, প্রেম, দুঃখ, চোখের জল, মুখের হাসি,
একে অপরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি,
পুড়ছে বিবেক, মূল্যবোধ ;
কেউ মুখ বুজে পুড়ছে দিনের পর দিন
(যেন হঠাৎ দমকা হওয়ার অপেক্ষা)
পুড়ছে মনুষ্যত্ব, ছারখার হয়ে যাচ্ছে,
আমরা দেখেও দেখছি না
প্রতিদিন কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছি
ফুসফুস ভরিয়ে ফেলছি দুষণ এ ।।

মেয়েটা

– মায়া মুখার্জী

হই হই করে চলেছি আমরা চারজনে। গন্তব্য পুরী, যাচ্ছি হাওয়া বদল করতে এবং সেই সঙ্গে কিছু সময় নিজের মতো করে কাটাব বলে।

বসে আছি হাওড়া স্টেশনের নিউ প্লাটফর্মের তথা নিউ কমপ্লেক্সের ১৭–১৮ প্লাটফর্মের মাঝখানে।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ১১:৪৫ এর ব্যান্ডেল লোকাল ধরে, পৌঁছে গেলাম হাওড়ায় সময়ের অনেকটা আগেই।

কিন্তু বিধিবাম ভীষণ গরম দরদরে ঘামছি– তবুও মনে এক অদ্ভুত আনন্দের ধারা বইছে। ফিরে গেছি আমার শৈশবে, যৌবনে মনে মনে নানা ঘটনার রোমন্থন।

তাহলে বলি আমরা দুজন, আমি, আমার কর্তা, এবং আমার দুই বেয়াই বেয়ান। আমার বেয়াই খুব সাধারণ জীবন যাপনে বিশ্বাসী, ইঞ্জিনিয়ার, প্রাক্তন রেল কর্মচারী – এক অবসরপ্রাপ্ত সফল ও সুস্থ নাগরিক।

সময় বয়ে চলেছে তার নিয়মে, অপেক্ষা করছি–করছি তো করছিই। কিন্তু "তোমার দেখা নাইরে – তোমার দেখা নাই"।

অবশেষে বিস্তর বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ট্রেন "শতাব্দী এক্সপ্রেস" বেলা দুটোর পরিবর্তে প্রায় সাড়ে তিনটেয়, পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল রাত্রি দশটায়, কিন্তু পৌঁছলাম প্রায় রাত্রি একটার পরে। হোটেলে অগ্রিম বলে রাখা গাড়ি এসে পৌঁছায় এবং আমরা উঠি হোটেল কিম্পোর–এ।

যাক ! তবু তো এসেছি ! তাই ওই রাত্রেও আমাদের উচ্ছ্বাস দেখে কে ! ফটোসেশন চলছে সগৌরবে।

এখন ফিরে যাচ্ছি কিছু–আগে যখন আমরা অপেক্ষারত স্টেশনে। হঠাৎ চোখে পড়ল "মেয়েটাকে"। চারটি ছেলে মেয়ে এবং ছোটখাটো ঘর–গেরস্থালিসহ–ছোট পুঁটুলি, ব্যাগ–রসদ সহ এবং একটি আধা পুরনো রভাতে সুটকেস সহ।

মেয়েটি খুব ব্যস্ত কারণ তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পায়খানা ঘরে শৌচকর্মের জন্য। কিন্তু ততখানি জল নেই, মেয়েটি একটি ছিপি খোলা বোতল নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে। আরে ! আরে ! ট্রেন যে নড়তে শুরু করল ! মেয়েটি তো নামেনি ! কী হবে ! হায় হায় ! বর সে সাইজে একটু খানি ছোট, কিন্তু প্রস্থে মেয়েটির ডবল, ছুটলো– জীবনের শ্রেষ্ঠ দৌড়টা দৌড়ালো– ফিরে এলো একমুখ হাসি নিয়ে যুদ্ধ জয়ের আনন্দে যেন লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

এদিকে বাচ্চা দুটি দাস্ত পরিষ্কার হওয়ার আনন্দে প্রসাধনে ব্যস্ত। ছেলেটি বড়দের এক বেল্টের তার রূপচর্চার জিনস প্যান্ট সাইজে ব্যস্ত। আর মেয়েটি তার দ্বিগুণ বড় এক সিনথেটিক জামা পড়ে কিছুক্ষণ পরপরই ফিক–ফিক করে আমার দিকে তাকিয়ে–ভীষণ ভালো লাগছে ওই অপরিচ্ছন্ন মেয়েটিকে দেখে। মন এক অনাবিল আনন্দে ভরে যাচ্ছে তার চোখ মুখ থেকে ঠিকরে পড়া এক স্বর্গীয় আলোকে।

ভীষণ গরম, সূর্যদেব তার বিক্রম দেখিয়েই চলেছেন যথারীতি– কিন্তু দেখো মেয়েটি তার বরের সঙ্গে প্রেমালাপে রত, হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। ভ্রুক্ষেপ নেই এই ব্যস্ত জনারণ্যের। তারা ব্যস্ত তাদের জগতেই।

হঠাৎ তারা কান খাড়া করে ট্রেনের ঘোষণা শুনে চনমন করে উঠে দাঁড়ালো। ঘরগেরস্থালা সামলে ছুটে গেল লাইন রাখতে সেইসঙ্গে মিলিয়ে নিল কেউ বা কিছু দলছুট হয়ে গেল কিনা।

এইসব দেখছি আর ভাবছি এত প্রাণশক্তি, এত ভালোবাসা ! এত মুগ্ধতা ! তারা পায় কোথা থেকে !

যাও বাবারা, এগিয়ে যাও পৌঁছে যাও তোমাদের গন্তব্যে। আমার শুভকামনা রইল তোমাদের জন্য।

সেই রবিঠাকুর মনে পড়ল তাঁর একটি লেখা–

"এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে–প্রাণ হয়ে আছে ভোর"।

সিক্স বালিগঞ্জ রেস্টুরেন্ট

-সৈকত দত্ত

বাংলা খানা বাঙালিয়ানা
স্বাদে গন্ধে মন ভরানো অনন্য
আহারে বাহারে অতিথিয়তায় একদম পরিপূর্ণ
চলে আসুন সবাই মিলে রসনা তৃপ্তির জন্য ।
নাইবা কাটালেন ছুটির দিনটা
বালিগঞ্জ সিক্স রেস্টুরেন্ট এ
মন ভরে যাবে মুহূর্তের মধ্যে অপূর্ব সব সেন্ট এ ।
পরিবার নিয়ে আসুননা যেকোনো একটি দিন
তবে একথো ভাগ মেটাতে চাইলে
শেষ পাতে একটি নলেন গুড়ের আইসক্রিম নিন ।

ভারতীয় সেনাবাহিনী

-পিন্টু মণ্ডল

এখন একজন সৈনিকের মা হয়তো প্রার্থনা করছেন,

যেন তার সন্তান সুরক্ষায় থাকে ।

একটি শিশু অধীর আগ্রহে, তার বাবার জন্য অপেক্ষা করছে,

একজন স্ত্রী হয়তো চোখের জল ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন

স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও উদ্বেগের কারণে ।।

প্রতিটি ভারতীয় সাহসী সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে

আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই,

সীমান্তরক্ষার জন্য ।

আমরা ভারতবাসী, তাই আমরা গর্বিত ।

গল্পের নাম বাস্তব কথা

কলমে সৈকত দত্ত

আজকালকার দিনে মানুষ বড়ই পরিবর্তনশীল। এখনকার দিনের মানুষ বদলে যেতে একবারও ভাবেনা। ভাবেনা যে অপর প্রান্তে থাকা সেই অপেক্ষারত পুরুষ বা নারীর মনের আকাঙ্ক্ষা কি হবে? অবশ্য যারা স্বার্থের জন্য অপর প্রান্তে থাকা অপেক্ষারত সেই নারী বা পুরুষকে ঠকায় তারা কখনোই আসলে মানুষ হতে পারে না। মানুষ তাদেরকেই বলে যাদের মধ্যে মান এবং হুশ এই দুটোই আছে। তবে তো ভুল করতে করতেই শেখে। কিন্তু অপর প্রান্তে অপেক্ষারত কোনো নারী বা পুরুষ তার প্রিয় মানুষটাকে নিজের করে না পেলে তার যে কষ্টটা হয় সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বারবার আঘাত দিলে তো পাহাড়ও ভেঙে যায়, আর সেখানে আমি তো কেবল মানুষ মাত্র। সেখানে যদি বারবার আঘাত পাই মনটা তো ভাঙবেই।

IMPERFECTION

-Soumik Das

In the mirror stands a boy, 30 and flawed, so plain,
He's an old canvas, streaked with stains.

Crooked paths he's walked, with trembling stride,
Yet dreams of her love keep him alive...

She shines so bright, like flawless light,
A dream too pure, too perfect, too right.

He stumbles in shadows, afraid of the light,
But for her, he'd battle the darkest night.

He builds her dreams with trembling hands,
He holds her thoughts on shifting sands.
Through every misstep, through every fall,
Her love is the answer, his one and all.

He's imperfect! His standards too low,
A patchwork of flaws that barely glow.
Yet she stands by him, in joy and pain,
Turning his storms into gentle rain.

Forever grateful, he'll always be,
For the girl who saw the best in he.
In her eyes, he finds his heart's reflection,
Her grace completes his imperfection.

Dreamless

-Arpan Basu

When nights are sleepless,
When there's no colourful dream,
There's only glance of nothingness,
A silent yet bone chilling scream.

Reality's supposed to be real right?
Then why all this darkness, all this pain?
Does real happiness not exist?
Salvation isn't mine to gain?

Wish I could wander away,
Somewhere very very far.
Perhaps then I'd feel like dreaming,
To get healed from all the scar.

Perhaps beyond horizons, beyond reality,
A magnificent dreamland, I'd find.
Where every wish is fulfilled,
Everyone I meet would be so kind.

Oh dream! I wanna fall asleep slowly,
To engulf myself in your grace,
Need to face the reality called tomorrow,
I've dreams to achieve, destiny to chase.

আমি সেই নার্স

-সূর্য রায়

আজ যখন দেশে দেশে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট
শোনা যায় বহু মা'র কোল হারানোর আর্তনাদ,
কে শুনবে সেই মা, অসুস্থ রোগীদের আর্তনাদ।
যখন তুমি কাঁদবে মরন যন্ত্রনায়-
তোমার হাতটি ধরে যে সেবা করবে
আমি সেই নার্স ।।
তুমি যখন অবসরে লিপ্ত,
আমি তখন হয়ত ডিউটি, ক্লাস করে ক্লান্ত,

আমি তখনও কোনো রোগীর সেবাতেই লিপ্ত ।
হ্যাঁ, আমিই সেই নার্স ।।
এডুকেশন ক্রিয়েটিভিটি তে আমরাই সেরা
কলেজে যেকোনো কাজে আমরাই সিদ্ধ হস্তা,

একসময় বমি দেখে, আমি হয়ত করতাম ঘৃণা,
ইনজেকশন ছিল আমার প্রধান ভয়.
কিন্তু এখন, এগুলোই আমার সঙ্গী,
আমাদের ডিকশনারি তে নেই ছুটি-
হ্যাঁ, আমিই সেই নার্স।।
হিন্দু মুসলিম কোনোটাই নয় ধর্ম
আমি একটি ধর্মেই লিপ্ত, সে যে সেবা ধর্ম।
যেদিন প্রথম প্রদীপ হাতে নিয়েছি শপথ
ঘরে বা বাইরে আমি একজন সেবক,
জীবনের সুখ আহ্লাদ ত্যাগ করেছি তোমাদের সেবায়,
হ্যাঁ, আমি সেই নার্স ।।

By

Sayanti Majumdar.

Scanned with OKEN Scanner